মৃত্যু দাহ সমাধি

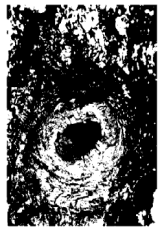

বেলা চক্রবর্তী ॥ ভোলানাথ ভট্টাচার্য

মৃত্যু দাহ সমাধি

মনফকিরা

www.monfakira.com

বেলা চক্রবর্তী ।। ভোলানাথ ভট্টাচার্য

মৃত্যু দাহ সমাধি

প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৩

ISBN: 978-93-80542-51-5

প্রকাশক : মনফকিরা

মন ইমপ্রিন্ট

২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১, নবোদিত,

ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯

বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

এবং ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১, ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২, ৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫

ওয়েবসাইট : www.monfakira.com

ব্লগ : http://monfakira.blogspot.com

ফেসবুক : https:/www.facebook.com/groups/monfakirabooks/

ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.fakira@gmail.com/

monfakirabooks@yahoo.co.in

প্রচ্ছদের ছবি : সন্দীপ কুমার

হরফবিন্যাস ও মুদ্রণপূর্ব কারিগরি : মনফকিরা

মুদ্রণ : নিউ রেনবো ল্যামিনেশন, ৩১এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

৬০ টাকা

মু খ ব ন্ধ

কত শত সহস্র মুকুলের বিনষ্টির মধ্য দিয়ে একটি আম্রফলের জন্ম, কত না গ্রহ-নক্ষত্রের অবলুপ্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। চারপাশ দেখে মনে হয়, চরাচরে মৃত্যুই সামান্য লক্ষণ— বেঁচে থাকা নয়। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান অতএব সম্ভব একমাত্র সেই মূঢ় হরিণের পক্ষেই, যে চোখ বুজে ভেবে নিতে পারে উদ্যত বাঘের হাত থেকে অবশ্যই রেহাই পাবে, যেহেতু সে আর বাঘকে দেখতে পাচ্ছে না।

সৌভাগ্যত আমাদের পূর্বপুরুষেরা চোখ-বোজা কোন মূঢ় হরিণ ছিলেন না। তাঁরা মৃত্যু নামক নিষ্ঠুর নিষাদটিকে হাড়ে-হাড়েই চিনেছিলেন। মৃত্যুর করাল কবল থেকে নিস্তার পেতে তাঁরা চেষ্টারও কিছু কসুর করেননি।

ভাববাদী হিন্দু ধর্মে— তার জীবনদর্শনে, কৃত্যানুষ্ঠানে, সাহিত্য ও শিল্পকর্মে— স্বভাবতই মৃত্যুচিন্তা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মৃত্যুকে ভাববাদীরা কখনওই জীবনের শেষ বলে মানেননি। মৃত্যু তাঁদের কাছে এক তীর্থের পান্থনিবাস ছেড়ে আর-এক তীর্থের অভিমুখে যাওয়া, জীর্ণবাস ছেড়ে নতুন পোশাক পরা। দেহের বিনাশ সম্ভব। কিন্তু আত্মা তো অজর, অক্ষয়। মৃত্যুতে সে তো শেষ হবার নয়। লোকান্তরগমন এবং পুনর্জন্মের বিশ্বাসে সে যে অবিচ্ছিন্ন।

মৃত্যুচিন্তার এই প্রসারিত পটভূমি কিন্তু ভারতীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মেলে না। কেবল মেলে না বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না। পরন্তু যাবতীয় প্রেতকৃত্যকে বস্তুবাদীরা ব্রাহ্মণদের চাতুরী ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। একেবারে গোড়া থেকেই দেখা যায় এক দল মুনি-ঋষি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যেমন অত্যুৎসাহী ছিলেন, তেমনি পাশাপাশি কেউ-কেউ শুধু সংশয়ীই নন, ঐ সব কার্যাবলির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এঁদেরই বলা হত লোকায়তপন্থী। এঁরা প্রকাশ্যে বলতেন : দেবগণের

অস্তিত্ব নেই, ধর্ম বা অধর্ম বলে কিছু নেই, পাপ-পুণ্য বলেও কিছু নেই। যত দূর দেখা যায় তত দূরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড— তার বাইরে আর কিছু নেই। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কেবল প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ রূপে গণ্য করায় স্বভাবতই তাঁদের কাছে লোকান্তরগমন এবং পুনর্জন্মবাদ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। মুণ্ডক উপনিষদের ঋষি বলেন : যাগ-যজ্ঞের কোন মানে নেই। ষোল জন ঋত্বিক, যজমান এবং যজমান-পত্নী— এই আঠারো জন মিলে যে-যজ্ঞ করবেন, তাঁরা নিজেরা কি কেউ জরা-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে? ঋত্বিক নিজেও অন্ধ, যজমানও অন্ধ— কে কাকে পথ দেখাবে? এই প্রসঙ্গে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের উদাহরণ দিয়ে তাঁরা বলেন, এই যজ্ঞে যে-জীবকে বলি দেওয়া হয়, বলা হয় সে স্বর্গে যাবে। এ কথাই যদি সত্য হয়, তবে যাঁরা এই সব যজ্ঞ করেন, তাঁদের নিজেদের বাপ-মা, ছেলে- মেয়েকে বলি দিয়ে তো তাঁরা তাঁদের স্বর্গের পথ প্রশস্ত করতে পারেন?

সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে বস্তুবাদী দৃষ্টিতেও মৃত্যুকে নিরঙ্কুশ নঞর্থক ভাবা সমীচীন নয়। কোন মানুষ মারা গেলে দেহ নামক বস্তুর অপসারণ ঘটে ঠিকই। কিন্তু বস্তু অপসৃত হলেও থেকে যায় তার মানসিকতা, মূলত যা ঐ বস্তুটিরই প্রতিফলন। বস্তুবাদীদের এই অক্ষয় মানসিকতা থেকে ভাববাদীদের অবিনশ্বর আত্মার সম্পর্ক কি খুব দূরের?

প্রিয়জনের প্রয়াণে আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে বেদনার্ত হই। হয়তো তন্মুহূর্তে আমাদের নিজেদের মৃত্যুর কথাও মনে পড়ে যায়। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি, সেই তাৎক্ষণিক বেদনা অচিরেই ইন্দ্রিয়ের সীমানা পেরিয়ে অন্তবিহীন হয়ে ওঠে। খুবই সম্ভব, এই অন্তবিহীনতার অনেকটাই সংস্কারগত— প্রত্যক্ষ ভাবে যদি না-ও হয়, পরোক্ষ ভাবে।

কোন তাৎক্ষণিক ঘটনার এই অন্তবিহীন হয়ে ওঠা বস্তুত শিল্পেরও রহস্য। যে-ঘটনার প্রকাশ একান্তই ব্যক্তিগত, শিল্পে তার মূল্য কানা-কড়িও নয়। বস্তুত মহৎ শিল্প মাত্রই ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপকতা দাবি করে। মানুষের মৃত্যুবোধ নিশ্চিত ভাবে সেই মহৎ শিল্পেরই পটভূমি। সকল যুগেই, চারুকার-কারুকার নির্বিশেষে, সকল শিল্পী মৃত্যুচেতনাকে তাঁদের শিল্পসামগ্রী করে তুলতে চেয়েছেন। উপনিষদের তরুণ নচিকেতা অন্য অনেক কিছুর মধ্যে যমরাজের কাছে মৃত্যুজ্ঞানও অর্জন করতে চেয়েছিলেন। বেদব্যাসের মহাভারতে সামান্য পশুপাখির

মৃত্যুতেও নিখিল-দিগন্ত আলোড়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রয়াতজনের প্রতি পল্লীরমণীর ক্রন্দনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন মানবতার মহান রূপ। এই অনুভূতিরই অন্য পিঠে তাৎক্ষণিক শোক চিরন্তনতা লাভ করে শাজাহনের তাজমহলে, শত-সহস্র শিল্পোত্তীর্ণ সমাধিস্তম্ভে।

মৃত্যু দাহ সমাধি ইত্যাদি যদিও পরস্পরসংলগ্ন বিষয়, তবু আমাদের দেশের আবহমান পটভূমির ঐতিহ্য এতই বিশাল যে, কোন এক জনের পক্ষে তার সব ঘাট স্পর্শ করা প্রায় অসম্ভব। সবিনয়ে জানাই আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল যে বিষয়ের ব্যাপকতা অনুসারে সর্বত্র বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর একটি কারণ, সীমিত পরিসর। আর অন্য কারণটি, এবং সেটিই মুখ্য, আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান। তবু এই দুঃসাহসে প্রয়াস পেয়েছি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের ভরসায়। এটি হল ড. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী প্রণীত The Origin and Development of the Ritulas of Ancestor Worship in India। বস্তুত ঐ মহাগ্রন্থ থেকে যথেচ্ছ ভাবে বহু তথ্যই এ সংকলনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য তথ্যসূত্রের স্বীকৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হল।

মৃত্যু মানে যে বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত, সেটা দেখানোই এ সংকলনের উদ্দেশ্য। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, এ কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থ নয়, মূল বিষয়ের প্রস্তাবনা মাত্র। আসলে বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত সাময়িক পত্র 'অন্বিষ্ট'-র প্রয়াণ বিষয়ক সপ্তদশ সংখ্যার (১৯৭৫) প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বেলা চক্রবর্তীর 'পিতৃপূজা' এবং ভোলানাথ ভট্টাচার্যের 'সমাধিকথা' শিরোনামে যে-দুটি প্রবন্ধ রাখা হয়েছিল, বর্তমান গ্রন্থটি সেই প্রবন্ধ-দুটির পরিমার্জিত রূপ। সময় ও সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে এ গ্রন্থের পূর্ণরূপ দেবার ইচ্ছা রইল।